দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 9 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

# শেকৃবিতে সেশনজট বাড়ছে

শেকৃবি সংবাদদাতা ঃ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) সেশনজট দিন দিন বাড়ছে। ২০০৮ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান ভিসি দায়িত্ব নেয়ার সময় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মৌলিক দাবী যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট নির্মাণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার সংলগ্ন জাগো থেকে ডাইবিন অপসারণ, ক্যাম্পাসে ব্যাংক-পোস্ট অফিস স্থাপন, ইন্টারনেট সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, টিএসসি নির্মাণ, প্রত্যেক হলে রিডিং রুমের ব্যবস্থা, খাবারের মান উন্নয়নসহ কয়েকটি মৌলিক দাবী বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করছিল। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে থামিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম চালুর জন্য ২০ জুলাই শিক্ষার্থীদের সাথে এক মুক্ত সংলাপে তিনি শিক্ষার্থীদের সব দাবী ছয় মাসের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পূরণ করার আশ্বাস দেন। কিন্তু ছয়মাস পার হয়ে আট মাসে পৌঁছলেও স্টেশনারী দোকান স্থাপন এবং পুরাতন ফাইফুতের দোকান সংস্কার ছাড়া আর কোন দাবী বাস্তবায়ন করতে পারেননি। বরং ক্যাম্পাসে সেশনজট আরো বেড়েছে। ৩টি কয়েক ছাত্র নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বারবার পরীক্ষা পিছালেও প্রশাসন এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এর ফলে ক্যাম্পাসে সেশনজট দিন দিন বাড়ছে। এক সেমিস্টার যেখানে ছয় মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা, সেখানে ১০-১১ মাসেও শেষ হচ্ছে না। আর এর দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

মার্চ'র্সে ২০০৮ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা ছয়মাস ধরে বসে আছেন, এখনো তাদের ক্লাস শুরু হয়নি। তারা অপেক্ষা করছেন ২০০৮ সালের জানুয়ারী-জুন সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য। এদের পরীক্ষা শেষ হলে তারপর ২০০৮ সালে জুলাই-ডিসেম্বর সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হবে। মেডেল-৩, সেমিস্টার-১ এর শিক্ষার্থী তাসনিম বলেন, মৌলিক দাবী পূরণের জন্য ২০০৮ সালের জুন-জুলাই মাস থেকে যে সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে, এখনো তা চলছে, কারণে আর অকারণে কিছু ছাত্র পরীক্ষা পিছিয়ে সেশনজট আরও বাড়িয়ে চলছে। এর বিরুদ্ধে প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তবে সবচেয়ে কষ্ট লাগে এ জন্য যে দাবীগুলো বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করে ক্লাস-পরীক্ষা থেকে বিরত থাকলাম তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। পরীক্ষায় কৃষিতে গ্রাজুয়েটের বরাদ্দকৃত আসন সংখ্যা হচ্ছে ৩৭২ যা অন্যান্য সময়ের চাইতে অনেক বেশী। একই সময়ে দেশের অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা অনার্স শেষ করে ২৯তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারলেও আমরা পারছিনা।